⚠ গাড়ির ডিজিটাল ডকুমেন্ট: ছবি, Screenshot বা PDF কপি বৈধ নয়।

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে গাড়ির কাগজপত্র ডিজিটালি রাখা পুরোপুরি বৈধ ও নিরাপদ, তবে সঠিক পদ্ধতি ও অনুমোদিত অ্যাপ ব্যবহার করা জরুরি।

□ গাড়ির ডিজিটাল ডকুমেন্ট রাখার বৈধ ও নিরাপদ উপায়

1. DigiLocker (ডিজিলকার) অ্যাপ।

* এটি ভারতের "সরকারি ডিজিটাল ডকুমেন্ট স্টোরেজ অ্যাপ"।
* এখানে "Driving License, RC, Insurance, PUC" ইত্যাদি সরাসরি সরকারী ডাটাবেস থেকে 'অফিসিয়ালি লিঙ্ক করে রাখা যায়'।
* এটি -Ministry of Electronics and IT (MeitY) দ্বারা অনুমোদিত।
* ট্রাফিক পুলিশ বা অন্য অফিসার চাইলে -অ্যাপ খুলে ডিজিটাল কপি দেখানোই যথেষ্ট।

2. mParivahan অ্যাপ-

* এটি -Transport Department (MoRTH)-এর অফিসিয়াল অ্যাপ।
* এখানে Driving Licence (DL) এবং Vehicle RC সরাসরি সরকারী রেকর্ড থেকে আসে।
* QR কোডসহ ভার্সন থাকে, যা 'যাচাইযোগ্য ও বৈধ'।
* ট্রাফিক পুলিশ এটি সম্পূর্ণ বৈধ ডকুমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করে।

✓ বৈধ ডিজিটাল কাগজপত্র হিসেবে যেগুলো দেখানো যায়

নিচের ডকুমেন্টগুলো mParivahan বা DigiLocker-এ রাখলে আলাদা কাগজপত্র বহন করতে হবে না:

1. Driving License (DL)
2. Vehicle Registration Certificate (RC)
3. Insurance Certificate
4. PUC (Pollution Under Control Certificate)

Fuel-Tracker

১. বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় নথি (অফলাইন) সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক:-

*গাড়ি চালানোর জন্য বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা আবশ্যক। সঙ্গে রাখতে হবে —

* RC (Registration Certificate)
* PUC (Pollution Under Control Certificate)
* Insurance Paper
* Driving License (DL)
* Aadhaar বা অন্য পরিচয়পত্র

২. সিটবেল্ট ও হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক:-

* গাড়ির চালক ও সামনের সিটে বসা যাত্রীকে সিটবেল্ট পরতে হবে।
* দুই চাকার যানবাহনের চালক ও আরোহী দুজনকেই হেলমেট পরতে হবে।

৩. গতিসীমা (Speed Limit) মেনে চলুন-

* শহরে: ৩০–৫০ কিমি/ঘণ্টা
* হাইওয়েতে: ৮০–১০০ কিমি/ঘণ্টা
* এক্সপ্রেসওয়েতে: ১০০–১২০ কিমি/ঘণ্টা

৪. মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ-

* রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা ০.০৩% এর বেশি হলে গাড়ি চালানো অপরাধ।
* এতে জরিমানা, লাইসেন্স সাসপেনশন ও জেল হতে পারে।

৫. গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ-

* কথা বলা, মেসেজ করা বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার অত্যন্ত বিপজ্জনক ও আইনত দণ্ডনীয়।

৬. ট্রাফিক সিগন্যাল ও সাইন বোর্ড মানুন-

* লাল বাতি: থামুন
* হলুদ: প্রস্তুত থাকুন
* সবুজ: চালান
* "No Parking", "No Entry", "U-Turn Prohibited" ইত্যাদি চিহ্ন মেনে চলুন।

৭. স্কুল, হাসপাতাল বা আবাসিক এলাকায় ধীরে চলুন-

* হর্ন না বাজিয়ে ধীরে গাড়ি চালান।
* পদচারীদের অগ্রাধিকার দিন।

৮. ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ মানা বাধ্যতামূলক-

* ট্রাফিক অফিসারের হাতের ইশারা বা নির্দেশ অমান্য করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৯. গাড়ির লাইট, ইন্ডিকেটর ও হর্নের সঠিক ব্যবহার করুন-

* বাঁ বা ডান দিকে ঘোরার আগে ইন্ডিকেটর ব্যবহার করুন।
* রাতে লো-বিম লাইট ব্যবহার করুন যাতে অন্য চালকের চোখে ঝলক না লাগে।

১০. জরিমানার পরিমাণ (Motor Vehicles Act, 2019 অনুযায়ী)-

* সিটবেল্ট না পরলে: ₹1000
* হেলমেট ছাড়া বাইক চালালে: ₹1000
* মদ্যপ অবস্থায় চালালে: ₹10,000 বা ৬ মাস জেল
* মোবাইল ব্যবহার করলে: ₹5000 পর্যন্ত

১১. নাবালকদের গাড়ি চালানোর আইন ও শাস্তি-

যানবাহনের ধরন	ন্যূনতম বয়স	লাইসেন্সের ধরন
গিয়ারবিহীন দুই চাকা (৫০cc পর্যন্ত)	১৬ বছর	Learner's Licence (LMV without gear)
অন্যান্য মোটর যান (গাড়ি, বাইক ইত্যাদি)	১৮ বছর বা তার বেশি	Permanent Driving Licence

১২. যদি ১৮ বছরের নিচে কেউ গাড়ি চালাতে ধরা পড়ে, তাহলে —

১. মালিক বা অভিভাবক দায়ী হবেন — ₹25,000 পর্যন্ত জরিমানা ও ৩ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

২. গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ১ বছর পর্যন্ত বাতিল হতে পারে।

৩. নাবালকের নামে মামলা চলবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হলে ২৫ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স দেওয়া হবে না।

-:: কেন আইন কঠোর ::-

* ১৮ বছরের নিচে মানসিক ও শারীরিক পরিপক্কতা সম্পূর্ণ হয় না।
* দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেশি থাকে।
* ট্রাফিক নিয়মের পূর্ণ জ্ঞান থাকে না।
* রাস্তায় অন্যদের জীবনও বিপদে পড়ে।

অভিভাবকের দায়িত্ব:

* সন্তানকে ১৮ বছরের আগে কখনোই মোটরযান চালাতে দেবেন না।
* ট্রাফিক নিয়ম, সিগন্যাল ও নিরাপত্তা শেখানো উচিত।

- জীবন একটাই — সাবধানে চলা আমাদের কর্তব্য -

জীবন একটাই। প্রতিদিন আমরা রাস্তায় চলাফেরা করি, আর আমাদের প্রিয়জনেরা আমাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকেন। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো, ফোনে কথা বলতে বলতে গাড়ি চালানো, বা ট্রাফিক নিয়ম অমান্য করা শুধু আইন ভাঙা নয় — এটি নিজের ও অন্যের জীবনের ঝুঁকি। একটুখানি অবহেলা একটি পরিবারকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিতে পারে। নিজের জন্যও, প্রিয়জনদের জন্যও — সাবধানে চলুন।

□□ বিশেষ সচেতনতা: Blind Spot Awareness

বড়ো ট্রাক, লরি বা বাসের চালকরা তাদের গাড়ির চারপাশের কিছু এলাকা দেখতে পান না। এই অদৃশ্য অংশগুলোকেই বলা হয় Blind Spot।

-:: Blind Spot সাধারণত থাকে ::-

* গাড়ির একেবারে সামনে (ক্যাবিনের নিচে)
* দুই পাশে, বিশেষত ডান পাশে
* একেবারে পেছনে

-:: কীভাবে নিরাপদ থাকবেন ::-

১. বড়ো গাড়ির একেবারে পাশে বা পেছনে যাবেন না।
২. যদি আয়নায় নিজেকে না দেখেন, বুঝে নিন ড্রাইভারও আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন না।
৩. ট্রাক মোড় নিতে গেলে বা লেন পরিবর্তন করলে দূরে থাকুন।
৪. ওভারটেক করার সময় সিগন্যাল দিন ও পর্যাপ্ত ফাঁকা রেখে গাড়ি চালান।
৫. হঠাৎ ব্রেক এড়াতে দূরত্ব বজায় রাখুন।

-: মনে রাখবেন :-

বড়ো গাড়ির চালক অনেক কিছু দেখতে পান না — কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন।
নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রথমে আপনার নিজের।

□ রাত্রিকালীন সড়ক নিরাপত্তা — প্রতিফলক লাগানো বাধ্যতামূলক হোক

ক) রাতে বাইসাইকেল, রিকশা, টোটো, ভ্যান, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদি যান দূর থেকে দেখা যায় না, ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যায়।
খ) সাইকেলের পিছনে থাকা লাল প্রতিফলক চাকতি গাড়ির হেডলাইটের আলো প্রতিফলিত করে, ফলে পিছন থেকে আসা যানবাহন সহজে দেখতে পায়।

[এই কারণে সকল ধীরগতির বা অ-যান্ত্রিক যানবাহনের পিছনে প্রতিফলক লাগানো বাধ্যতামূলক করা উচিত। এতে রাতের বেলায় দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ও দুর্ঘটনা রোধ হয়।]

-: মনে রাখবেন :-

"আপনার গাড়ি ছোট হতে পারে, কিন্তু নিরাপত্তার গুরুত্ব কখনও ছোট নয়।"
রাত্রে প্রতিফলক লাগান — দুর্ঘটনা থেকে জীবন বাঁচান।

Fuel-Tracker